সুশাসন এবং আমরা

> সুশাসন ব্যবস্থা পঞ্চায়েতে চালু করতে হবে বললে বোঝা যায়, যে সে ব্যবস্থা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে নেই। যদি তাই হয়, তবে তো পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনও স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সংবেদনশীলতা, নিরপেক্ষতা আসেনি।

সুব্রত কুণ্ডু

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বয়স ৩০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। খুব ধীরে হলেও এই দীর্ঘ সময়ে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। পঞ্চায়েত কলেবরে বেড়েছে। নতুন নতুন কাজ এসেছে হাতে। সমানুপাতিক না হলেও কাজের সঙ্গে কর্মী সংখ্যা এবং প্রযুক্তিগত সুযোগসুবিধাও বেড়েছে। তৈরি হয়েছে নিজস্ব পরিকাঠামো। এসবের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি জরুরি মাধ্যম তৈরি হয়েছে। শুধু রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচি তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়াই নয়, এর ফলে পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ রাজ্যের মানুষের সব থেকে কাছের সরকারের যে ভাবনা নিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার প্রতিফলন আমরা দেখতেও পাচ্ছি। পঞ্চায়েত যে শুধুমাত্র রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের 'এক্সটেনশন কাউন্টার' নয়, বরং নিজেই একটা সরকার, সে প্রতিচ্ছবিও ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

তবে এর পাশাপাশি, ইদানিং পঞ্চায়েতিরাজকে ঘিরে কয়েকটি কথা আমাদের সামনে উঠে আসছে। যেমন, 'সরকারের পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ নয়, জনগণের পরিকল্পনায় সরকারের অংশগ্রহণ'। খুব সাদা বাংলায় এর অর্থ হল, সাধারণ মানুষ পরিকল্পনা করবেন। সরকার সেই পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেবে। অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বা তার রূপায়ণে মানুষ নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়ত, 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র থেকে সহভাগী গণতন্ত্রে উত্তরণ'। অর্থাৎ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোট দিয়ে যে প্রতিনিধি নির্বাচন করছি, তাঁরাই আমাদের উন্নয়ন, চাহিদা, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট সভায় বক্তব্য রাখছেন এবং সমাধানের কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নয়নে অসাম্য দূর হচ্ছে না। উল্টে দুর্নীতি, রাজনীতির নামে দলবাজি, স্বজনপোষণ, ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে গণতন্ত্রের ধারণা প্রসারিত না হয়ে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণের জন্যই সহভাগী গণতন্ত্রের ধারণা ও তার প্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে। কিছু প্রয়োজনীয় কাজও শুরু হয়েছে। শুধু ভোট দিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়, সহভাগী গণতন্ত্রের সারকথা হল, সরকারের